শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ
পরিচ্ছন্ন পরিবেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ শাখা-৩
www.moef.gov.bd

নং-২২.০০.০০০০.০৭৪.১৮.০০১.১৭.৪৪

তারিখঃ ১৯.০২.২০১৯ খ্রিঃ।

পরিপত্র

বিষয় ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রদানের সময়াবদ্ধ সাধারণ কার্যপ্রণালী (Standard Operating Procedure)

১। পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে সরকার ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন জারী করে। এই আইনবাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(The Bangladesh Environment Conservation Act, 1995) নামে অভিহিত যা পরবর্তীতে ২০১০ সালে সংশোধিত হয়।

২। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার এই আইনের ২০ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯৭ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা(Environment Conservation Rules, 1997) জারী করে।

৩। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১২(১) ধারা অনুযায়ী মহাপরিচালকের নিকট হতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন এলাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না।

৪। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৭ এ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার এবং অবস্থান অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ-কে নিম্নবর্ণিত ০৪ (চার) টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে -

১. সবুজ
২. কমলা-ক
৩. কমলা-খ
৪. লাল

উপরে বর্ণিত শ্রেণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর তফসিল-১ এ প্রদত্ত হয়েছে।

৫। সকল শ্রেণীর বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প এবং সবুজ শ্রেণীভুক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিধান রয়েছে।

৬। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ২০/০৫/২০০৮ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত এসআরও-র মাধ্যমে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (সরকারি/বেসরকারি) ও বিসিক শিল্পনগরীতে প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে অবস্থানগত ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না মর্মে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। এমতাবস্থায়, অর্থনৈতিক অঞ্চলের আওতাধীন সবুজ, কমলা-ক, কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে।

তবে উল্লেখ্য সবুজ, কমলা-ক, কমলা-খ তালিকাভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প সমহের ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের স্থাপনা নির্মাণের পূর্বেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য Individual Investor-কে পরিবেশ অধিদপ্তরে আবেদন করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তর আবেদন প্রাপ্তির পরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, পরিবেশগত ছাড়পত্র জারি করবে। জারিকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭, অনুসারে তা নবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৭। অর্থনৈতিক অঞ্চলের আওতাধীন লাল শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে সরাসরি প্রস্তাবিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (Environmental Impact Assessment-EIA)-এর কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করা হয়ে থাকে। অতঃপর অনুমোদিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে প্রণীত ইআইএপ্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়। সবশেষে ইআইএ প্রতিবেদনে বর্নিত মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

৮। মহাপরিচালক কর্তৃক সকল জেলা কার্যালয়-কে সবুজ ও কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর কার্যালয়-কে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

৯। কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ছাড়পত্র অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর কার্যালয়ে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধন ২০১০) এর ১২(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কার্যপরিধি অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীর জন্য গঠিত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির প্রতিটি সভায় ক্ষেত্র বিশেষে জেলা কার্যালয়সমূহ থেকে মতামতসহ প্রাপ্ত কমলা-খ শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদন অথবা কোন তথ্য ঘাটতি থাকলে তা কার্যবিবরণীতে তুলে ধরা হয়। অনুমোদিত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর কার্যালয় কর্তৃক কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে অথবা কোন তথ্য চাহিত থাকলে তা সংশ্লিষ্টদের পত্র দ্বারা জানিয়ে দেয়া হয়।

১০।লাল শ্রেণীর প্রকল্প/শিল্প:

১০.১.লাল শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক কর্তৃক সরাসরি প্রস্তাবিত ইআইএ-র কার্যপরিধি অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত কার্যপরিধির আলোকে প্রণীত ইআইএ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে দাখিলের পর তা মতামতসহ সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সভায় দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয় এবং কার্যবিবরনীতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদন অথবা কোন তথ্য ঘাটতি থাকলে তা তুলে ধরা হয়। অনুমোদিত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর কার্যালয় কর্তৃক লাল শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে ইআইএ অনুমোদন/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে অথবা কোন তথ্য চাহিত থাকলে তা সংশ্লিষ্টদের পত্র দ্বারা জানিয়ে দেয়া হয়। তবে, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের (যেমন-গ্যাস উত্তোলন, গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন, বড় ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, ইত্যাদি) ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের অনুমোদনের পর সদর দপ্তর থেকে সরাসরি ইআইএ অনুমোদন/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

১০.২. উল্লেখ্য পরিবেশগত ছাড়পত্রপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে (EZ-Economic Zone) স্থাপনের জন্য Individual Investor-গনতাদের প্রস্তাবিত লাল তালিকাভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পসমুহের অনুকূলে ইআইএ (EIA) প্রস্তুতের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্রপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল (EZ-Economic Zone)-এর Primary Data ব্যবহার করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে 'Validity Period for the use of Primary Data generate and used for the preparation of the EIA of EZs, for the use in the preparation of EIA of the Individual Projects/Industries'-এরবিষয়েসময়সীমা ০৫ (পাঁচ) বছর নির্ধারণ করা যেতে পারে। উল্লিখিত সময়সীমার পরে Individual Investor তাদের প্রস্তাবিত লাল তালিকাভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পসমুহের অনুকূলে ইআইএ প্রস্তুতের জন্য হালনাগাদ Primary Data ব্যবহারকরতে হবে। এ ছাড়া Validity Period শেষ হওয়ার পরে নতুন কোন প্রকল্পের জন্য ইআইএ প্রস্তুতকালীন সময়ে অর্থনৈতিক অঞ্চলে চালু কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার মনিটরিং ডাটাসমূহ প্রাইমারী ডাটা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

১০.৩ আরো উল্লেখ্য যে, লাল তালিকাভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পসমহের ক্ষেত্রে যে কোন EIA প্রস্তুতের জন্য ToR (Terms of Reference) অনুমোদনের পরে এবং EIA অনুমোদনের পূর্বে উদ্যোক্তাগণ অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন কাজ যেমনঃ temporary office, labor shed, preliminary costruction material storage depot, temporary roads ইত্যাদি স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে। তবে কোন অবস্থাতেই চুড়ান্তভাবে EIA অনুমোদনের পূর্বে কারখানা/প্রকল্পের কোন ধরনের স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

১০.৪ (ক) অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ (EZs); (খ) কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (CETP); (গ) পানি পরিশোধনাগার (WTP) ও (ঘ) সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (STP) ইত্যাদি স্থাপনাসমূহ লাল তালিকা হিসাবে বিবেচিত হবে এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য লাল তালিকা অনুসারে বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ অনুসরন করতে হবে।

১১।ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমাঃ-বিনিয়োগকারীগণকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নরূপ সময়াবদ্ধ প্রক্রিয়ায় ছাড়পত্র প্রদানের কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে -

শ্রেণী	ছাড়পত্রের ধরণ	সময়সীমা (কার্যদিবস)	মন্তব্য
সবুজ	পরিবেশগত	০৭	
কমলা-ক	অবস্থানগত	১৫	প্রযোজ্য নয়।
কমলা-ক	পরিবেশগত	০৭	
কমলা-খ	অবস্থানগত	২১	প্রযোজ্য নয়।
কমলা-খ	পরিবেশগত	২০	
লাল	ইআইএ-র কার্যপরিধি অনুমোদন	১৫	
লাল	ইআইএ অনুমোদন	৩০	
লাল	পরিবেশগত	৩০	

১২।ছাড়পত্রের আবেদন দাখিলের কার্যালয়ঃ- যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিতে হইবে উহার অবস্থান যদি-

(১) পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় আছে এমন কোন জেলায় হয়, সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র উক্ত জেলা কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে;

(২) পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় নাই এমন কোন জেলায় হয় সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রাধীন জেলা/বিভাগীয়কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে;

(৩) কোন মহানগরে হয় সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। মহানগরের জন্য আলাদা কার্যালয় না থাকলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে;

(৪) একই বিভাগের আওতাভুক্ত একাধিক জেলায় হয়, সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক/বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে;

(৫) একাধিক বিভাগে বিস্তৃত হয়, সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে;

(৬) বাধ্যতামূলক ফিল্ড পূরণসহ অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

১৩। **সবুজ শ্রেণীর ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি ঃ-** (১) সবুজ শ্রেণীভুক্ত সকল বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে সবুজ শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেক শিল্প বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য **পরিশিষ্ট-১** এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণাদি সংযোজনপূর্বক অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

(২) উদ্যোক্তার পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র প্রাপ্তির ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হবে। কোন কারণে আবেদনপত্র নামঞ্জুর হলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র প্রাপ্তির ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে। পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭, অনুসারে তা নবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে

১৪। **কমলা-ক শ্রেণীর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি ঃ-** (১) কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেক শিল্প বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য **পরিশিষ্ট-২** এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণাদি সংযোজনপূর্বক অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

(২) উদ্যোক্তার আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করা হবে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশগত কার্যক্রম ও দাখিলকৃত কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত হলে ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হবে। কোন কারণে আবেদনপত্র নামঞ্জুর হলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র প্রাপ্তির ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে। পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭, অনুসারে তা নবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে

১৫। **কমলা-খ শ্রেণীর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতিঃ-** (১) কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেক শিল্প বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য নির্ধারিত ফরম (ফরম ৩) পূরণ করে **পরিশিষ্ট-৩** -এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় দলিলপত্র ও বিবরণাদি সংযোজনপূর্বক অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

(২) উদ্যোক্তার আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করা হবে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশগত কার্যক্রম ও দাখিলকৃত কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত হলে ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হবে। কোন কারণে আবেদনপত্র নামঞ্জুর হলে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে ২০কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র প্রাপ্তির ২০কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করতে হবে।

১৬। লাল শ্রেণীর প্রস্তাবিত ইআইএ-র কার্যপরিধি (Terms of Reference-TOR) অনুমোদন, ইআইএ অনুমোদন ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি-

(৭) ইআইএ-র কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন ঃ- (ক) লাল শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেক শিল্প বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি/প্রজেক্ট প্রোফাইল এবং প্রস্তাবিত ইআইএ-র কার্যপরিধি (TOR) সহ অধিদপ্তরের প্রধানকার্যালয়ে আবেদন করতে হবে।

(খ) পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় থেকে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সরাসরি ইআইএ-র কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করা হবে। কোন কারণে ইআইএ-র কার্যপরিধি (TOR)-রআবেদনপত্র নামঞ্জুর হলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

(৮) ইআইএ অনুমোদনঃ- (ক) লাল শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেক শিল্প বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে নির্ধারিত ফরম (ফরম ৩) পূরণ করে পরিশিষ্ট-৪-এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণাদি সংযোজনপূর্বক অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করতঃ ইআইএ অনুমোদনের যোক্তিকতা সম্পর্কে অভিমতসহ একটি প্রতিবেদন ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করা হবে।

(খ) দাখিলকৃত কাগজপত্র ও ইআইএ প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রধান কার্যালয়ের ছাড়পত্র কমিটি ২০ কার্যদিবসের মধ্যে শিল্প বা প্রকল্পটির ইআইএ প্রতিবেদন যথাযথ বলে বিবেচিত হলে লিখিতভাবে মহাপরিচালকের নিকটে সুপারিশ প্রদান করবে।অত:পর মহা-পরিচালকের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে ইআইএঅনুমোদন পত্র প্রদান করা হবে। ইআইএ অনুমোদনের বিষয়ে ছাড়পত্র কমিটির কোন আপত্তি থাকলে তাআবেদনকারীকে জানাতে হবে। আবেদনকারী আপত্তি নিরসনের জন্য সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হলে আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হয়েছে মর্মে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করতে হবে। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিস্পত্তি করতে হবে।

(৯) পরিবেশগত ছাড়পত্রঃ- (ক) ইআইএ অনুমোদনের পর উদ্যোক্তা শিল্প বা প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন, অবকাঠামো/স্থাপনা নির্মান, এলসি খোলা ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন। ইআইএ অনুমোদনের পর শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প চালুর পূর্বে করনীয় সকল কার্যক্রম সম্পাদনের পর উদ্যোক্তা শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প চালুর লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন দাখিল করবেন। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করেপরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের যোক্তিকতা সম্পর্কে অভিমতসহ একটি প্রতিবেদন ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করা হবে।

(খ) আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ছাড়পত্র কমিটি মহাপরিচালকের নিকটে সুপারিশ প্রদান করবে। অত:পর মহা-পরিচালকের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হবে।পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে ছাড়পত্র কমিটির কোন আপত্তি থাকলে উহা আবেদনকারীকে জানাতে হবে। আবেদনকারী আপত্তি নিরসনের জন্য সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হলে আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হয়েছে মর্মে তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করতে হবে। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিস্পত্তি করতে হবে।

১৭।পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ ঃ (১) সবুজ শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ ৩ বছর এবং কমলা-ক, কমলা-খ ও লাল শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ ১ বছর।

(২) প্রত্যেকটি ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হবার অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে।

১৮।পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নঃ (১) ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনের জন্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করতে হবে।

(২) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর উক্ত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী প্রতিপালন ও দাখিলকৃত মনিটরিং রিপোর্টে বিধিমালায় বর্ণিত নির্ধারিত মানমাত্রা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক পরিদর্শনপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে।

(আবদুল্লাহ আল মেহিসীন চৌধুরী)
সচিব

সবুজ শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি

১) দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থাদি [Pollution Control Management (PCM)];
২) বেজা-র লাইসেন্স/নিবন্ধন পত্র;
৩) লোকেশন ম্যাপ ও লে-আউট প্লান;
৪) কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণ এবং প্রসেস-ফ্লো ডায়াগ্রাম;
৫) জায়গার মালিকানা দলিল/লীজ/ভাড়ার চুক্তিপত্র।
৬) সরকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স/মতামত/অনাপত্তি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৭) প্রকল্পের মূলধন অনুযায়ী নির্ধারিত ছাড়পত্র ফি (ট্রেজারী চালানের কপি) এবং ছাড়পত্র ফি-রউপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট (ট্রেজারী চালানের কপি)।
৮) অবস্থান, প্রযুক্তি, ধরণ ও প্রকৃতিভেদে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র।

কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি

১) দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থাদি [Pollution Control Management (PCM)];
২) বেজা-র লাইসেন্স/নিবন্ধন পত্র;
৩) লোকেশন ম্যাপ ও লে-আউট প্লান;
৪) কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণ এবং প্রসেস-ফ্লো ডায়াগ্রাম;
৫) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
৬) জায়গার মালিকানা দলিল/লীজ/ভাড়ার চুক্তিপত্র।
৭) সরকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স/মতামত/অনাপত্তি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৮) প্রকল্পের মূলধন অনুযায়ী নির্ধারিত ছাড়পত্র ফি (ট্রেজারী চালানের কপি) এবং ছাড়পত্র ফি-র উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট (ট্রেজারী চালানের কপি)।
৯) অবস্থান, প্রযুক্তি, ধরণ ও প্রকৃতিভেদে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র।

কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি

১) সঠিকভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত ফরমে আবেদন (ফরম-৩)সহ অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন;
২) সাধারণ তথ্যাবলী/প্রজেক্ট প্রোফাইল/ডিপিপি/ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট;
৩) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রতিবেদন;
৪) বেজা-র লাইসেন্স/নিবন্ধন পত্র;
৫) লোকেশন ম্যাপ ও লে-আউট প্লান;
৬) কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণ এবং প্রসেস-ফ্লো ডায়াগ্রাম;
৭) জায়গার মালিকানা দলিল/লীজ/ভাড়ার চুক্তিপত্র।
৮) সরকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স/মতামত/অনাপত্তি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৯) প্রকল্পের মূলধন অনুযায়ী নির্ধারিত ছাড়পত্র ফি (ট্রেজারী চালানের কপি) এবং ছাড়পত্র ফি-র উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট (ট্রেজারী চালানের কপি)।
১০) অবস্থান, প্রযুক্তি, ধরণ ও প্রকৃতিভেদে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র।

লাল শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি

১) সঠিকভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত ফরমে আবেদন (ফরম-৩)সহ অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন;
২) সাধারণ তথ্যাবলী/প্রজেক্ট প্রোফাইল/ডিপিপি/ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট;
৩) অনুমোদিত কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রণীত ইআইএ প্রতিবেদন;
৪) বেজা-র লাইসেন্স/নিবন্ধন পত্র;
৫) লোকেশন ম্যাপ ও লে-আউট প্লান;
৬) কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণ এবং প্রসেস-ফ্লো ডায়াগ্রাম;
৭) জায়গার মালিকানা দলিল/ভাড়ার চুক্তিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
৮) সরকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স/মতামত/অনাপত্তি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৯) প্রকল্পের মূলধন অনুযায়ী নির্ধারিত ছাড়পত্র ফি (ট্রেজারী চালানের কপি) এবং ছাড়পত্র ফি-র উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট (ট্রেজারী চালানের কপি)।
১০) অবস্থান, প্রযুক্তি, ধরণ ও প্রকৃতিভেদে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র।

নং-২২.০০.০০০০.০৭৪.১৮.০০১.১৭.৪৫ তারিখঃ ২৭.০২.২০১৯ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
১৬। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেজা, মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট, ১১১ বীর উত্তম সি.আর দত্ত রোড, ঢাকা।
১৮। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৭/০২/১৯

(মনীষ চাকমা)
উপসচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৭২২৩

অনুলিপিঃ
১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
২। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত সচিব(পরিবেশ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৫। যুগ্মসচিব (পরিবেশ-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।